যুগান্তর

তারিখ 31 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

একষট্টি সাল থেকে প্রশ্ন ফাঁস দেখে আসছি

——শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ১৯৬১ সালেও ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। তখন এত সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ছিল না। তাই দুই মাস আগে ফাঁস হলেও তা ততটা, প্রচার পেত না। এখন পরীক্ষার অল্প আগে ফাঁস হলেও তা অনেক প্রচার পায়। জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ উপলক্ষে শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

'এখন দ্রুত প্রচার পায়'

গত কয়েক বছর ধরে পিইসি-জেএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। চলতি বছর প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নও ফাঁস হয়েছে। এ কারণে এ নিয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক সমালোচনা চলছে। এমন সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ মন্তব্য করলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আমি একষট্টি (১৯৬১) সালে ম্যাট্রিক (বর্তমানে এসএসসি) পরীক্ষা দিয়েছি। কত বছর অনুমান করেন? একষট্টি সাল! তখন

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

একষট্টি সাল থেকে প্রশ্নফাঁস দেখে আসছি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস দেখে আসছি। তখন ছিল সীমাবদ্ধ। সেই সময় ফাঁস হতো, বিক্রি হতো, চলত।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা আমি বহুবার বলেছি, এক কথা বারবার বলা। এটা মনে হচ্ছে যেন এই আধুনিক একটা পদ্ধতি চালু হয়েছে, আগে কখনও, জীবনে প্রশ্নফাঁস হয় নাই।' মন্ত্রী বলেন, 'এখন নানা রকম সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র প্রচার হয়ে যায়। এজন্য মনে হয় অনেক বেশি একটা। যদি না ফাঁসও হয়, আমি খালি একটা ফেসবুকে লিখে দেই— প্রশ্ন আউট হয়ে গেছে। আর কিছুই লাগবে না। ওইটা ধরেই ব্যাপক প্রচার হয়ে যাবে। আমি না করছি না।'

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, কোনো প্রশ্নপত্রই পরীক্ষার দুই মাস আগে ফাঁস হয় না, ওই দিন (পরীক্ষার দিন) সকালে আউট হয়।' তিনি বলেন, 'বিজি প্রেসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছি। ওখান থেকে এখন ফাঁসের সুযোগ নেই। আমরা জেলায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিরাপদ করেছি, থানায় পৌঁছানো নিরাপদ করেছি। এর পরেও সমস্যা আছে, অনেক লোক শিক্ষকতায় ঢুকে পড়েছেন, তারা অপব্যবহার করেন।'

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, 'আমরা চাচ্ছি যে প্রশ্ন ছাপানোই হবে না। এ রকম ব্যবস্থা যদি করা যায়— প্রত্যেকের সামনে একটা মনিটর থাকবে সেখানে প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রশ্ন দেয়া হবে। কেউ ইচ্ছে করে কোনো প্রশ্ন দিতে পারবে না। যিনি প্রশ্ন করবেন তিনিও জানবেন না প্রশ্ন কী আসছে। সে পর্যায়ে যেতে হয়তো আমাদের অনেক সময় লাগবে।' এ সময় সচিব জানান, প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে করণীয় নির্ধারণে পাঁচটি কমিটি কাজ করছে। সংবাদ সম্মেলনে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অশোক কুমার বিশ্বাসসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।